জীবননগরে বিএসএফের ‘পুশইন’ প্রতিরোধে জামায়াতের সমাবেশ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক ‘পুশইন’ প্রচেষ্টার প্রতিবাদ এবং তা প্রতিরোধের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জীবননগর উপজেলা শাখা। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের পিচমোড় এলাকায় আয়োজিত এই সমাবেশে সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে মানুষ ঠেলে পাঠানোর অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী এবং সীমান্ত এলাকায় চরম মানবিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা হাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের তারবিয়াত সম্পাদক জিয়াউল হক এবং শাখাওয়াত হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন— উথলী ইউনিয়নের মাওলানা মহিউদ্দিন, হাসাদাহ ইউনিয়নের মাওলানা ইসরাইল হোসেন, সীমান্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক এবং বাঁকা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাহফুজুর রহমান।

বক্তারা বলেন, ভারত সরকার তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে পুশইনের মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব সংবিধান, আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের লঙ্ঘন করছে। সীমান্ত হত্যা ও পুশইনের মতো বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন উভয়েরই পরিপন্থী। নো-ম্যানস ল্যান্ডে মানুষকে আটকে রেখে যে মানবিক সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তারা আরও বলেন, “বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের অন্যায় ও অমানবিক কর্মকাণ্ড কখনো মেনে নেবে না। আমরা ভারতের এ ধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সীমান্তে পুশইন প্রতিরোধে বিজিবিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করছি।”

জীবননগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সাজেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশটি পরিচালনা করেন মাহফুজুর রহমান। এ সময় উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের জামায়াতের আমির, সেক্রেটারি এবং বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিএনপির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মশাল মিছিল করা হয়েছে। তারা এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে ঝাউবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয় এবং এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করেন।

সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান

তনু বলেন, “শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন নিয়ে মিছিল বের করে পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তাই দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুর রহমান ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মোটরসাইকেল শোডাউন

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে মোটরসাইকেল শোডাউন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। এ সময় মশাল মিছিলে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে আবারও আল্টিমেটাম দিয়েছেন বিএনপি নেতারা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে এ মোটরসাইকেল শোডাউন ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মোটরসাইকেল শোডাউনটি বিক্ষোভ মিছিল আকারে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। সেখানে বক্তারা সাম্প্রতিক মশাল মিছিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, গত ৩ জুন বুধবার রাত সাড়ে ১২টার

দিকে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে বনবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয়। পরে সেই মিছিলের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করা এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, “দামুড়হুদার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন হাতে মিছিল বের করে একটি মহল পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ১২ ঘণ্টার সময় দিয়েছিলাম। তারা এখন পর্যন্ত সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আবারও সময় দেওয়া হলো। এর মধ্যে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা না হলে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”

সমাবেশ থেকে আগামীকাল সোমবার বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী কর্মসূচিতে উপজেলার সব পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বানও জানানো হয়।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এদিকে, মশাল মিছিলের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনায় শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য ও যুবদলের অন্যতম নেতা রকিবুল হাসান ব্রাইটের নেতৃত্বে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি দর্শনা রেলইয়ার্ড চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট। এ সময় তিনি বলেন,

“বিগত দিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদল দর্শনায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে মিছিল-মিটিং করেছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যদি সৎ সাহস থাকে, তবে তারা প্রকাশ্যে মাঠে এসে দেখাক। অযথা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তবে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যুবদল ও ছাত্রদল রাজপথে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।”

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য মিতুল মিয়া, সুলতান, শাহাবুদ্দিন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য হারেজ উদ্দিন, যুবদল নেতা মমিন, মিতু, রকি, জাবেদ, চঞ্চল, রনি, মদন মণ্ডল, সাগর, সোহাগ, ইউনুস, অনিক, সাজু ও মনির। দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সদস্যসচিব রাশিদুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক

আবু সাঈদ রতন। জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়েল ইসলাম লিওন, যুগ্ম সম্পাদক সামাউল হাসান, আরিফ হোসেন, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মোফা, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের হাসিবুল ইসলাম, শান্ত আহমেদ, ১ নম্বর সদস্য আরিফ খান, মামুন, খালিদ, সাইফুল্লাহ এবং ছাত্রনেতা আমিন, ইমন, আল-আমিন, শরিফ, সবুজসহ স্থানীয় অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ

রামিসা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি) মেহেরপুর জেলা শাখা ও ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)।

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। শিশু নির্যাতন ও হত্যার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তারা রামিসা হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের নৃশংস ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা

শাখার সভাপতি মাহফুজুর রহমান, জেলা ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্সের (এনসিটিএফ) সভাপতি সাব্বির হোসেন, সদস্য শাহিদুর রহমান আকাশ, আয়েশা সিদ্দিকা, মোবারক হোসাইন, মোস্তফা জাবাল, ফ্লোরা, প্রত্যাশা, অনন্যা, মায়াসহ আরও অনেকে।

মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

“দাঁড়িপাল্লা ও ধানের শীষ একসাথে চলতে পারে না” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুন।

তিনি বলেন, “ধানের শীষে যারা ভোট দিয়েছেন আমি শুধু তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলি। ধানের শীষে যারা ভোট দিয়েছেন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আর বিএনপির নামে যারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে সামনে রেখে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিএনপি কাজ করছে।

সমাবেশে স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ফারিয়ার উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া) এর উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের “দালাল” বলে আখ্যায়িত করা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে হয়রানির প্রতিবাদে সোমবার সকাল ৯টার দিকে আলমডাঙ্গার আলিফ উদ্দিন রোড মোড়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সারা দেশের ন্যায় আলমডাঙ্গাতেও বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা সমাজের শিক্ষিত ও পেশাদার শ্রেণির অংশ। তারা চিকিৎসকদের নতুন ওষুধ ও চিকিৎসা- সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে চিকিৎসা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

তারা আরও বলেন, “আমরা সমাজের দালাল নই। কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রির নিচে কোনো ব্যক্তি এ পেশায় চাকরির সুযোগ পান না। কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি অন্য কোনো পেশাজীবীকে অবমাননাকরভাবে দালাল বলতে পারেন না।”

বক্তারা অভিযোগ করেন, চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হয়রানি ও অপমানজনক আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। করোনাকালেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ফারিয়া আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাফিজুর রহমান চমক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হোসেন, ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবুল কাশেমসহ বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ।

জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দর্শনায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায় জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হাফিজুর রহমান নিহতের ঘটনায় প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে দর্শনা থানা সাংগঠনিক জামায়াতে ইসলামী।

গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রেলবাজার মুক্তমঞ্চে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা নিহত হাফিজুর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিএনপি কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এবং এর দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

দর্শনা পৌর আমির শাহিকুল আলম অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান। এছাড়া বক্তব্য দেন জেলা জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদের ও দর্শনা থানা আমির রেজাউল করিম।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

দর্শনায় ধানের শীষের পক্ষে শহরে মিছিল ও সমাবেশ

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক মুকুল শাহ ও ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে ধানের শীষের মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ধানের শীষের পক্ষে দর্শনা শহরে একটি নারী মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ মিছিলটি দর্শনা পুরাতন বাজার সোসাইট চত্বর থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি মিছিল দর্শনা শহর প্রদক্ষিণ করেছে। দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহা মুকুল ও দর্শনা পৌর সাবেক ছাত্র দলের সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের নেত্রীতে এ নারী মিছিলটি বের হয়।

দর্শনা সোসাইট চত্বর থেকে ধানের শীষের পক্ষে মিছিলটি বের হয়ে দর্শনা শহর প্রদক্ষিণ করে পুরাতন বাজার সোসাইট চত্বরে এসে সমাবেশ করেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির সদস্য ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহা মুকুল ও দর্শনা পৌর সাবেক ছাত্র দলের সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, টুটুল শাহ, অপু, বকুল শাহ প্রমুখ।

দর্শনায় বিএনপির বিশাল মিছিল ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার ৬নং ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী বাবু খানের সমর্থনে বিশাল মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টার সময় ৬ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী অফিস থেকে শুরু হয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড় ঘুরে একই স্থানে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক দর্শনা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি হাফিজুল আলম মোল্লা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তরফদার সাবু, বিএনপি নেতা আজিজুল ইসলাম মন্ডল, নজরুল ইসলাম মন্ডল, ভিপি হারুন, লুৎফর রহমান, নজির আহমেদ, রেজাউল ইসলাম, শওকত আলী লিটন, দর্শনা পৌর যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক জাহান আলী, আবু সাঈদ, মুকুল হোসেন, সোহেল তরফদার, মজিবার রহমান, উথান আহমেদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের দর্শনা থানা শাখার সহ-সাধারন সম্পাদক মোরশেদুর রহমান লিঙ্কন, যুবদল নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন, মুক্তার, বানচা মন্ডল, লিটন দাস, পলাশ কুমার দাস, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সবশেষে মেমনগর বিডি হাইস্কুল চত্ত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।